গাংনীতে কৃষি অফিসের উদ্যোগে বৃক্ষের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন

মেহেরপুরের গাংনীতে “মুজিব শত বর্ষ” উপলক্ষে গাংনী কৃষি অফিসের উদ্যোগে বৃক্ষের চারা রোপন কর্মসূচির উদ্বোধন ঘোষণা করেন মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী কৃষি অফিসের পাশে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিটি উপজেলায় ১০০ টি বৃক্ষের চারা রোপণ কর্মসূচির আওতায় একটি ফলজ গাছের চারা রোপণের মাধ্যমে কার্যক্রমের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কে এম শাহাবুদ্দিন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও উপজেলা চেয়াম্যান এমএ খালেক।

এসময় পার্টির (জেপি) সভাপতি আব্দুল হালিম, উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সভাপতি ইমরান হাবিবসহ ছাত্রলীগের অন্যান্য নেতাকর্মী এবং কৃষি অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে ল’ইয়ার্স ক্লাবের যাত্রা শুরু

মেহেরপুরে বিভিন্ন আইনজীবীদের নিয়ে গঠিত হলো ল’ইয়ার্স ক্লাব। মঙ্গলবার দুপুরে কোর্ট মড়ো সংগগ্ন আইনজীবী ভবনে এই ক্লাবের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির

সভাপতি অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন ক্লাবের উদ্বোধন করেন।

নবগঠিত ক্লাবের সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক নুর জামান সহ ১৬ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়।

উদ্বোধনকালে অ্যাড. মারুফ আহমেদ বিজন বলেন, মহান উদ্দেশ্য নিয়ে এই প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করছে। ক্লাবের প্রত্যেকটা সদস্য সুশিক্ষিত, উন্নত চিন্তার মানুষ এই ধরনের মানুষগুলো যদি একত্রে কাজ করতে পারে অবশ্যই তাদের কাছে থেকে ভালো কিছু করা সম্ভব।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন, আইনজীবী সহকারী সমিতির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আমিরুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক মোঃ আব্দুস সাত্তার জাহিদ।

নবগঠিত ক্লাবের সভাপতি অ্যাড. নজরুল ইসলাম বলেন, ক্লাবের সকল সদস্যের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৃথক বিধি প্রণয়ন করা হবে। অসচ্ছল ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আইনগত সহায়তা প্রদান করা হবে। সমাজের পিছিয়ে পড়া ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে অর্থ সামাজিক সহায়তা প্রদান করা হবে। ভূমিহীন কৃষকদের খাসজমি প্রাপ্তিতে ও তাদের প্রাপ্ত জমি রক্ষায় আইনগত সহায়তা প্রদান করা হবে। নারী, শিশু ও মানবাধিকার রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং অধিকার রক্ষায় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে। আইনজীবী পরিবারের বেকার যুবক-যুবতীদের বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করার লক্ষ্যে কাজ করবেন।

অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন, অ্যাড. মিজানুর রহমান, সদস্য নাগিব মাহফুজ জুয়েল, আব্দুল আলিম, সেলিম রেজা ও নাজমুল হুদা।

ক্লাবের অন্যান্য সদস্যরা হলেন, সহ-সভাপতি আব্দুল আলিম, যুগ্ন সম্পাদক মিজানুর রহমান, কোষাধ্যক্ষ্য আতাউর রহমান, নির্বাহী সদস্য ইহান উদ্দীন মনা, শাহরিয়ার শাওন, নাজমুল হুদা, সেলিম রেজা গাজী, আরিফুল ইসলাম আরিফ, সেলিম রেজা, আব্দুল সাত্তার, সাইফুল ইসলাম সাহেব, আল মামুন রাসেল, নাগিব মাহফুজ জুয়েল, শফিউল আজম বকুল।

মেপ্র/এমএফআর

গাংনীতে বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ করোনা উপসর্গ নিয়ে দু’জনের মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন ও বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম নামের দু ব্যাক্তির মৃত্যু হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকাল দশ টার সময় গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার আব্দুল গনির স্ত্রী জোবাইদা খাতুন(৭২) নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয় ।

অপরদিকে ঢাকা করমিটোলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বাওট গ্রামের মৃত মকছেদ আলীর ছেলে বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের মৃত্যু হয়। উভয়ের বয়স ৭০ থেকে ৭২ বছরের মধ্যে।

সুত্র জানায়, গাংনী বাজারের পশু হাসপাতাল পাড়ার বাচ্চুর স্ত্রী ও গাংনী উপজেলা কমপ্লেক্সের স্¦◌াস্থ্য সহকারি ফারহানা ইয়াসমিন মেয়ে নুসরাত জাহান, জোবাইদা খাতুনের বড় ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল করোনা আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন আগে বৃদ্ধা জোবাইদার নমুনা সংগ্রহের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীরা তার বাড়িতে গেলে নমুনা দিতে রাজি হয়নি জোবাইদার পরিবার। এক পর্যায়ে ব্যার্থ হয়ে ফিরে আসে স্বাস্থ্যকর্মীরা। সর্দি,কাশি ও হালকা জ¦র নিয়ে তার মৃত্যু হয়।

একই পরিবারে তিনজন করোনা আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় দুশ্চিতার কারনে বৃদ্ধা জোবাইদার মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন জোবাইদার পরিবার। গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এম রিয়াজুল আলম জানান, স্বাস্থ্য সহকারি ফারহানাসহ তার পরিবারের কয়েকজন করোনা পজেটিভ হয়েছে। তবে তাদের অবস্থা ভাল। মৃত ব্যক্তির নমুনা সংগ্রহ করে পাঠানো হয়েছে রিপোর্ট আসলে মুত্যুর প্রকৃত কারণ বোঝা যাবে।

অন্যদিকে বাওট গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালাম শ^◌াসকস্ট ও ঠান্ডাজ¦রে ভুগছিলেন। কয়েকদিন আগে ঢাকার করমি টোলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মুত্যু হয়। আব্দুস সালাম দির্ঘদিন ধরে ঢাকায় আইন পেশার সাথে জড়িত। বীরমুক্তিযোদ্ধা আব্দুস সালামের লাশ তার নিজ গ্রাম বাওটে রাস্ট্রীয় মর্যাদায় দাফন

করা হবে বলে জানান গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আর এম সেলিম শাহনেওয়াজ।

মেহেরপুরের নবাগত ও বিদায়ী ডিসির মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন

মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেছে বিদায়ী জেলা প্রশাসক আতাউল গনি ও নবাগত জেলা প্রশাসক ড.মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান।

মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার দিকে বিদায়ী জেলা প্রশাসক আতাউল গনি মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

এদিকে একই দিন বেলা সাড়ে এগারোটার দিকে নবাগত জেলা প্রশাসক মেহেরপুরে যোগদান করার পর মুজিবনগর সৃতিসৌধে পুষ্পার্ঘ অর্পন করেন।

এ সময় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তৌফিকুর রহমান,(রাজস্ব) মোহাম্মদ আবু সাঈদ, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ মাসুদুল আলম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার উসমান গনি, মুজিবনগর থানার অফিসার ইনচার্জ আব্দুল হাশেমসহ জেলা প্রশাসনের ম্যাজিস্ট্রেট বৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।

পূষ্পার্ঘ অর্পনকালে নবাগত জেলা প্রশাসক বলেন, ঐতিহাসিক মুজিবনগর খ্যাত মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক হিসাবে যোগদান করতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

আমি মেহেরপুর জেলার জেলা প্রশাসক হিসেবে পদায়ন করায় গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে ।

তিনি বলেন, মেহেরপুরের যে উন্নয়ন কর্মকাণ্ড অব্যাহত আছে এই ধারাকে অব্যাহত রেখে এখানকার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সকলের

সহযোগিতা আশা করছি। আমি যাতে এ জেলার উন্নয়নের ভূমিকা রাখতে পারি, সে জন্য সকলের কাছ থেকে সহযোগিতা কামনা করছি।

এবার সরকারি উদ্যোগে কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট

করোনায় দেশের সিটি করপোরেশনগুলো এরইমধ্যে অন্যবারের তুলনায় পশুর হাটের সংখ্যা কমিয়ে দিচ্ছে। অথচ গ্রামীণ অর্থনীতিতে কোরবানির ভূমিকা ব্যাপক। অসংখ্য চাষি ও ছোট বড় খামারিরা দেশের কোরবানির পশুর চাহিদা মেটাতে সারা বছর ধরে গরু-ছাগল পালন করে থাকেন।

এসব খামারি ও ক্রেতাদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ কোরবানির পশু কেনা-বেচার জন্য ডিজিটাল হাটের ব্যবস্থা করেছে। এটিই হবে সরকারি উদ্যোগে দেশের সবচেয়ে বড় ‘কোরবানির পশুর ডিজিটাল হাট’। করোনা পরিস্থিতিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের আওতায় বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের অধীনে ‘উদ্ভাবন ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন একাডেমি প্রতিষ্ঠাকরণ’ প্রকল্প (আইডিইএ) এর আগে ‘ফুড ফর ন্যাশন’ নামের একটি প্ল্যাটফর্ম গঠন করে। এরই আলোকে আইডিইএ প্রজেক্টের ‘স্টার্টআপ বাংলাদেশ’ ব্যানারে ডিজিটাল হাটের এই উদ্যোগটি গ্রহণ করে প্রকল্পটি।

এই হাটে ক্রেতারা ঘরে বসেই গরুর ছবি ও ভিডিও দেখার ও লাইভ ওজন জানার সুযোগ পাবেন। একইসঙ্গে তিনি গরু চাষি, খামারি বা ব্যাপারীদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের সুযোগ পাবেন। এরপর নির্দিষ্ট স্থান থেকে অথবা হোম ডেলিভারির ভিত্তিতে অর্থের বিনিময়ে গরু সংগ্রহ করতে পারবেন।
দেশের সর্ববৃহৎ এই ডিজিটাল হাটের জন্য সারা বাংলাদেশ থেকে গরু- ছাগলের চাষি, খামারের মালিক ও সাধারণ পশু ব্যবসায়ীদের নিবন্ধন কার্যক্রম ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে। উল্লেখিত পেশার যে কেউ https://foodfornation.gov.bd/qurbani2020/ ওয়েব সাইটে প্রবেশ

করে বিনামূল্যে নিবন্ধন করার সুযোগ পাবেন। নিবন্ধনের পর নিজস্ব প্যানেল থেকে পশুর ছবি, ভিডিও ও অন্যান্য তথ্য আপলোড করতে হবে।

এসব ছবি ও তথ্য ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকার তার নিজ খরচে প্রচার করবে। ফলে ক্রেতারা সহজেই তাদের কোরবানির জন্য প্রয়োজনীয় পশু পছন্দের সুযোগ পাবেন এবং বিক্রেতার সঙ্গে যোগাযোগ করে ডেলিভারি নিতে পারবেন।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, ফুড ফর ন্যাশন প্লাটফর্মটি কোরবানির পশুর জন্য দেশের সবচেয়ে বড় ম্যাচ মেকিং ডিজিটাল হাট হতে যাচ্ছে।

খামারি ও চাষিদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং ক্রেতা ও তাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। আমি সারা দেশের খামারি ও চাষিদের অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনারা আপনাদের পশুর তথ্য নিয়ে এই প্লাটফর্মে আসুন। আমরা দেশের সবার স্বাস্থ্য সুরক্ষা অটুট রেখেই আমাদের অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডগুলো চালু রাখতে চাই।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

পদ্মায় নৌকা ডুবিতে নিখোঁজ ৪

কুষ্টিয়ার কুমারখালীর পদ্মা নদীতে দুইটি ডোঙা নৌকা ডুবিতে ৪ জন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে। এঘটনায় আরো ৯ জন অসুস্থ অবস্থায় উদ্ধার করেছে স্থানীয়রা।

মঙ্গলবার(০৭ জুলাই) সকাল সাড়ে ৮ টার দিকে নদী সংলগ্ন সাদিপুর ইউনিয়নের ঘোষপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় এ নৌকা ডুবির ঘটনা ঘটেছে।

নিখোঁজ ব্যক্তিরা হলেন- জেলার ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর গ্রামের হারান শেখের ছেলে জুয়েল (৩০), নজু’র ছেলে জাকির (২৫), জলিলের ছেলে শরিফুল (৩১) ও রঞ্জিতের ছেলে জুবা (৩২)।

উদ্ধারকৃত ব্যক্তিরা হলেন একই এলাকার তুকা প্রামাণিকের ছেলে জহির(৩৩), কটার ছেলে বিপুল (৩০),আমজেদের ছেলে বকুল (৪০), শাহজামালের ছেলে সাজু (৩৫), ফজলের ছেলে তদে (৩২), আগা’র ছেলে সুলতান(৩০), মানিকের ছেলে মনসুর (৩২),খবিরের ছেলে জামিন (৩০) ও শামিমের ছেলে রিফাত (১৫)।এদের সবার পেশায় দিনমজুর।

জানা গেছে,ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের জামালপুর থেকে ইঞ্জিল চালিত করিমনে কুমারখালীর ঘোষপুর এসে দুইটি ডোঙা নৌকায় পদ্মা নদী পাড় হয়ে উলু ঘাস কাঁটাতে চরে যাচ্ছিল ১৩ জন দিনমজুর। একটি নৌকায় ছিল ৯ জন ও অপর নৌকায় ৪ জন।নদীর কুল থেকে একটু দুরে যাইতেই পানির প্রবল স্রোতে নৌকা দুটি ডুবে যায়। এরপর ৯ জন সাঁতার দিয়ে নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখনও নিখোঁজ রয়েছে ৪ জন।

ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে সাদিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান তোফাজ্জেল হোসেন বলেন,করিম গাড়িতে এসে ডোঙা নৌকায় নদী পাড়ি দিয়ে চরে উলু ঘাস কাঁটতে যাওয়ার সময় দুইটি নৌকা ডুবে যায়।এরপর সাঁতার কেটে ৯ জন নদীর কুলে এসে অসুস্থ হয়ে পড়লেও এখন পর্যন্ত ৪ জন নিখোঁজ রয়েছে। উদ্ধারকৃতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়ায় সুস্থ হয়ে উঠেছে এবং এরা সবাই ভেড়ামারা উপজেলার জামালপুরের লোক।তিনি আরো জানান,নিখোঁজ ব্যক্তিদের উদ্ধারের জন্য ফায়ার সার্ভিস কে খবর দেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে কুমারখালী ফায়ার সার্ভিসের কর্মকর্তা অমিয় কুমার বিশ্বাস জানান,সাদিপুর একটি রিমোর্ট এলাকা হওয়ায় আমরা এখনও ঘটনাস্থলে পৌছাতে পারিনি,তবে পাবনার ফায়ার সার্ভিস দল কাজ করছে।

করোনাভাইরাস: স্কোয়াডে থাকলেও ইংল্যান্ড যেতে পারলেন

না হারিস রউফ

বিগ ব্যাশে বল হাতে ঝড় তুলে জাতীয় দলের জন্য ডাক পেয়েছিলেন পাকিস্তানি পেসার হারিস রউফ। ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি ম্যাচ দিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেকও হয়ে গেছে। ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো বিদেশ সফরে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই ফাস্ট বোলারের। তবে স্কোয়াডে ডাক পেয়েও দলের সঙ্গে ইংল্যান্ডে যোগ দেওয়া হবে না এই গতিময় ফাস্ট বোলারের।

এর নেপথ্যে আছে প্রাণঘাতী মহামারি করোনাভাইরাস। ইংল্যান্ডের মাটিতে তিন ম্যাচের টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলার জন্য ২৯ সদস্যের পাকিস্তানি স্কোয়াড ঘোষণা করেছিল পিসিবি।

ক্রিকেটারদের সুরক্ষার কথা বিবেচনা করে ইংল্যান্ডে যাওয়ার আগে সবার করোনা টেস্ট করানো হয়। আর সেখানে হারিস রউফ ছাড়া সবাই উৎরে গেছেন। আর তাই স্কোয়াডে ডাক পেয়েও করোনা পজিটিভ হওয়ার কারণে ইংল্যান্ডে যাওয়া হবে না হারিসের।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে বৃদ্ধার মৃত্যু

মেহেরপুরের গাংনীতে করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুন (৭২) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় তার নিজ বাড়িতে মৃত্যু হয়। সে গাংনী পশু হাসপাতাল পাড়ার মৃত আব্দুল গনীর স্ত্রী।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা: রিয়াজুল আলম জানান, গত কয়েকদিন আগে জোবাইদা খাতুনের নমুনা সংগ্রহ করতে গেলে নমুনা সংগ্রহ করতে দেয়া হয়নি। যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে তার মৃত্যু হয়েছে সেক্ষেত্রে তার নমুনা সংগ্রহ করা

হবে।

এছাড়া করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত জোবাইদার ছেলে আক্তারুজ্জামান চঞ্চল,বড় ছেলে বাচ্চুর স্ত্রী স্বাস্থ্য কর্মী ফারহানা ও মেয়ে নুসরাত জাহান সম্প্রতি করোনা আক্রান্ত হয়েছে। ধারনা করা হচ্ছে তাদের কাছ থেকে জোবাইদা খাতুন করোনা সংক্রমিত হতে পারে। তবে নমুনা পরীক্ষার ফলাফল পাওয়ার পর করোনা আক্রান্তে মৃত্যু হয়েছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া যাবে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার সেলিম শাহনেওয়াজ জানান,যেহেতু করোনা উপসর্গ নিয়ে জোবাইদা খাতুনের মৃত্যু হয়েছে, সেহেতু তাকে ইসলামী ফাউন্ডেশনের কর্মীরা সরকারি ও ইসলামী বিধি অনুযায়ী দাফন করবে।

৭ লক্ষ ভারতীয়কে ছাড়তে হবে কুয়েত, নতুন সংকটে মোদি সরকার

সারা পৃথিবীতেই লড়াই চলছে মহামারী করোনার বিরুদ্ধে। করোনা সংক্রমণ রুখতে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই লকডাউনের ঘোষণা করেছে। ফলে পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রায় থমকে গেছে। তাই সব দেশই নিজের মতো করে লড়াই করে বাঁচতে চেষ্টা করছে অর্থনৈতিক সংকট থেকে। তেমনই পরিকল্পনা নিয়েছে কুয়েত। রবিবার কুয়েত সরকার ড্রাফট্ এক্সপ্যাট কোটা বিল বা খসড়া আনুপাতিক সংরক্ষণ বিলে অনুমোদন দিয়েছে। বিলে বলা হয়েছে, কুয়েতে বসবাসকারী ভারতীয়দের সংখ্যা কখনওই দেশের মোট জনসংখ্যার ১৫ শতাংশের বেশি যেন না হয়।

এই বিল অনুমোদিত হলে কুয়েতে কর্মসূত্রে রয়েছেন এমন কমপক্ষে সাত লক্ষ ভারতীয় বাধ্য হবেন কুয়েত ছাড়তে। কুয়েতে রয়েছেন ১৪.৫ লক্ষ ভারতীয়। ফলে এই বিল অনুমোদিত হয়ে গেলেই ওই ১৪.৫ লক্ষের মধ্যে সাত লক্ষ ভারতীয়কে কুয়েত ছাড়তেই হবে। এই সব ভারতীয়রা কেউ কুয়েতের বিভিন্ন হোটেলে কাজ করেন। কেউ কেউ বিভিন্ন বহুজাতিক কোম্পানি বা আন্তর্জাতিক ব্যাংকে রয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেকেই কুয়েতে অসংগঠিত ক্ষেত্রেও কাজ করেন। যেমন নির্মাণশিল্প থেকে শুরু করে

আরও অনেক।

কুয়েতে এতদিন স্থানীয় স্তরে সস্তার শ্রমিক পাওয়া যেত না। যেটা বিদেশ থেকে আগত শ্রমিকদের ব্যবহার করলে অনেক সস্তা হত। তাই তাদের কাজে ব্যবহার করা হত। অনেক কষ্টে কুয়েতে থেকে, সামান্য অর্থ বাড়িতে পাঠাতেন কর্মীরা। এবার সেই রাস্তাও বন্ধ হতে চলেছে। একদিকে আমেরিকা এইচওয়ানবি ভিসা বন্ধ করে দেওয়ার ফলে নতুন করে ভারতীয়রা আর সেখানে গিয়ে কাজ করতে পারবেন না। এবার যদি কুয়েত থেকে বিতাড়িত হতে হয়, তাহলে ভারতে এসে পড়বে আরও শ্রমশক্তি। তাদের চাকরি কোথায় হবে? এ নিয়ে নতুন সংকটে পড়তে যাচ্ছে মোদি সরকার। সূত্র- নিউজ এইটটিন।

মেহেরপুরে অর্জিত হচ্ছে না লক্ষ্যমাত্রা !

মেহেরপুরে ধান-চাল ক্রয়ের লক্ষ্যেমাত্রা অর্জিত হচ্ছে না। সরকারি মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারে মূল্য বেশি থাকায় সরকারি গুদামে মিলার ও কৃষকরা ধান-চাল সরবরাহে অনিহা দেখাচ্ছেন। এ বিষয়ে নোটিশ দিয়ে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত পুনরায় সময় বাড়ানো হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের সম্ভাবনা দেখছে না খাদ্য অফিস। এছাড়াও লটারিতে নাম ওঠা কৃষক ব্যাতিত তালিকা ভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে এমন প্রস্তাবেও সাড়া নেই।

এ বছর মেহেরপুর জেলায় চাল ক্রয়ের সরকারি লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ হাজার ৪শ ৩৮ মেট্রিকটন চাল। তবে এখনো পর্যন্ত এর শিকেভাগও অর্জিত হয়নি। জেলায় চাল সরবরাহের জন্য সরকারি লাইসেন্সভুক্ত ১৯জন মিলার রয়েছেন। তারাই মূলত প্রতি বছর এই সরকারি চাল সরবরাহ করে থাকেন। তবে এ বছর নোটিশ দিয়েও কাজ হচ্ছে না। খোলা বাজারে চালের মূল্য ৪০-৪২ টাকা কিন্তু সরকারি নির্ধারিত মূল্য ৩৬ টাকা। প্রতি কেজি চালে প্রায় ৪-৬ টাকা লোকসান হচ্ছে বলে চাল সরবরাহ ব্যাহত হচ্ছে বলে দাবি করেছে বেশ কিছু মিলার। তবে চাল সরবারাহে ব্যর্থ হলে মিলারদের লাইসেন্স বাতিল হতে পারে বলে জানিয়েছে খাদ্য অফিস।

এদের মধ্যে লোমান রাইস মিলের মালিক আলী কদর বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ১শ ২৩ টন চাল। এখনো পর্যন্ত কোন চাল সরবরাহ করতে পারিনি। খোলা বাজারে চালের দাম অনেক বেশি। এছাড়াও ধানও কিনতে হচ্ছে প্রায় ২৬ টাকা কেজি দরে। তাই এবার চাল সরবরাহে বিরাট লোকসানের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। তবে পুন:নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই সব চাল সরবরাহ করে দেবো।

খুশি রাইচ মিলের মালিক আজিরুল ইসলাম বলেন, আমার বরাদ্দ ছিল ৮২ মেট্রিকটন। ইতিমধ্যে প্রায় ১০টন মতো সরবরাহ করতে পেরেছি। বাজার মূল্য বেশি দাবি করে তিনি বলেন, লোকসান হলেও লাইসেন্স টিকিয়ে রাখতে বরাদ্দের সব চাল সরবরাহ করবো।

আব্বাস রাইস মিলের মালিক আব্বাস আলী বলেন, আমার বরাদ্দ ৭০ মেট্রিকটন। এখনো পর্যন্ত কোন চাল দিতে পারিনি। তবে আগামী ১০ দিনের মধ্যে ১০-১৫ টন দিবো। বাকি গুলো নির্ধারিত তারিখের মধ্যেই দেওয়ার চেষ্টা করবো।

বিগত বছর গুলোতে ধান বিক্রির জন্য কৃষকের হুড়োহুড়ি দেখা গেলেও এবছরে এর চিত্র ভিন্ন। ৩ হাজার ১শ ৩০ মেট্রিকটন ধান ক্রয়ের লক্ষ্য মাত্রা থাকলেও অর্জিত হয়েছে মাত্র ১শ ২৭ মেট্রিকটন। প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান ক্রয় করা হয়। এবারও তাইই করা হয়েছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা ব্যাহত হওয়ায় লটারি বাদে তালিকাভুক্ত সকল কৃষক ধান বিক্রি করতে পারবে বলা হলেও তাতেও তেমন সাড়া নেই।

সরকারের কাছে ধান বিক্রি কেন করতে রাজি হচ্ছে না এমন প্রশ্নে কয়েকজন কৃষক জানান, সরকারের দাম খোলা বাজারের দাম প্রায় সমান। তাই ঝামেলাই না গিয়ে বাড়ির কাছে আড়ৎদারের মাধ্যমে বিক্রি করছি।

জেলা ভারপ্রাপ্ত খাদ্য কর্মকর্তা মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বলেন, আমরা ইতিমধ্যে সকল মিলারদের চাল সরবরাহের জন্য নোটিশ দিয়েছি। তারা অবগত করেছে নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাল সরবরাহ করবেন। যদি এতে ব্যর্থ হয় তবে মিলারদের লইলেন্স কালো তালিকাভুক্ত হবে। একই সাথে লাইসেন্স বাতিলও হতে পারে। খাদ্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ব্যবহত হচ্ছে কেন জানতে চাইলে তিনি বলেন, সরকারি নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে খোলা বাজারের মূল্য বেশি তাই এমনটি হচ্ছে। তবে যেকোন পরিস্থিতিতে সরকারি চাহিদা পূরণ করতে আমরা সক্ষম হবো।